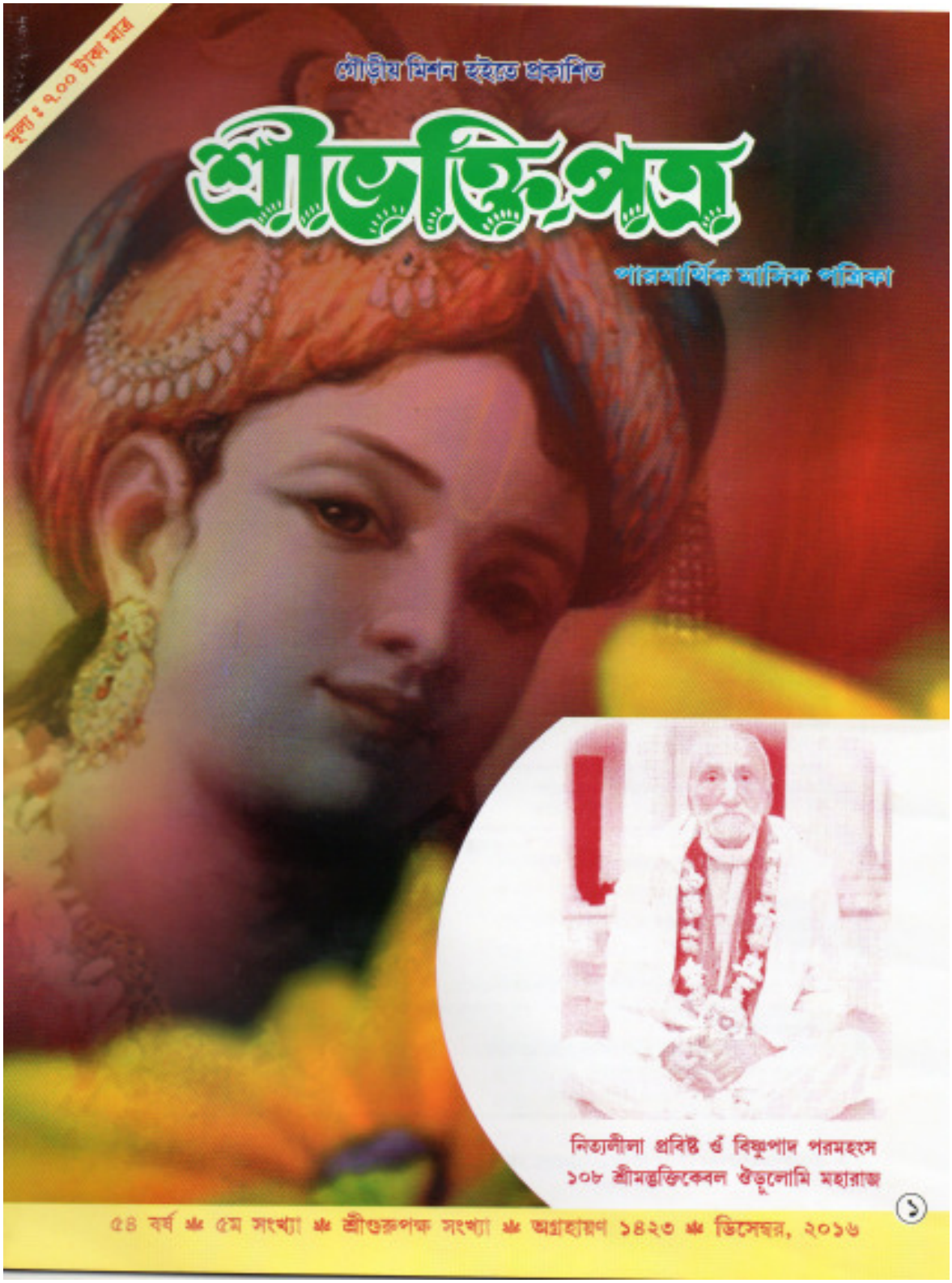

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসে
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ
১
৫৪ বর্ষ ✽ ৫ম সংখ্যা ✽ শ্রীগুরুপক্ষ সংখ্যা ✽ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ✽ ডিসেম্বর, ২০১৬

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা	—	৪
৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়াই অমন্দোদয় দয়া	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৭
৬। এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে দ্বি-দিবসীয় ধর্ম সম্মেলন এবং আলোচনা সভা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ	১০
৭। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	১২
৮। গোদ্রুম মঠে শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ও প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ	১৩
৯। রাধাকুণ্ড পঞ্চদিবস ব্যাপী ক্লাসের সার-মর্ম	সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ	১৬
১০। হাওড়ায় গৌড়ীয় মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৪ বর্ষ ❀ ৫ম সংখ্যা ❀ শ্রীগুরুপক্ষ সংখ্যা ❀ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ ❀ ডিসেম্বর, ২০১৬

সারকথা

মহাপ্রভুর উক্তি হরিদাসের প্রতি—
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য।
তুমি—সর্ব-গুরু তুমি জগতের আর্য ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৪।১০২-১০৩)

স্বরূপ দামোদরের উক্তি বঙ্গদেশীয় কবির প্রতি—
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র তরঙ্গ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৫।১৩১-১৩২)

মহাপ্রভুর উক্তি রঘুনাথের প্রতি—
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৬।২৭৮)

মহাপ্রভুর উক্তি রঘুনাথের প্রতি—
তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হইতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৬।১৯৩)

নিত্যানন্দের উক্তি রঘুনাথের প্রতি—
কৃষ্ণপাদপদ্ম, গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মালোক-আদি-সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৬।১৩৬)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১) ভগবান ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রত ধর্ম কম পড়ে। গৃহস্থ আশ্রমের সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠধর্ম শ্রীকৃষ্ণভক্তের সাধু-বৈষ্ণব সেবা এবং শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।

২) কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মুর্খতা এবং মূল ব্যাধি।

৩) আমরা জগতে কাঠ পাথরের নিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বামীর বাহক পিয়ন মাত্র।

৪) আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই সংসারে দেবদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ ধারনের সর্বোত্তম সার্থকতা।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথা

বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজয়েন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥
(শ্রীল শ্রীধরস্বামী)

বিষয়ে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির কৃষ্ণশক্তি অতি দূরে। কারণ, পূর্বদিকে গমন করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে।

পূর্বদিক অর্থাৎ ভক্তিপথ ও পশ্চিমদিক্ অর্থাৎ অভক্তি-পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। যে যত পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে, সে তত পশ্চিম দিক হইতে দূরে যাইতেছে, আর যে যত পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মায়ার দিকে যাইতেছে, সে তত পূর্বদিক অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

যে যত সূর্যের দিকে উন্মুখ হইতেছে, সে তত আলোক পাইতেছে, আর যে যত সূর্য্যকে পশ্চাৎ দিতেছে, সে তত অন্ধকারের দিকে যাইতেছে।

কৃষ্ণবিমুখ সংসার—মায়ার সংসার। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। সকলকে কৃষ্ণশক্তিরূপে দর্শন হইলে আর ভোগবুদ্ধি থাকে না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণের জন, আর যাঁহারা হরিভজন করেন না, তাঁহারা লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ শ্রীহীন—ভোগী বা ত্যাগী। লোকে 'নারায়ণ ছেলে' বলে না, 'লক্ষ্মী ছেলেই' বলে। কারণ জীব মাত্রেই শক্তি অর্থাৎ নারায়ণের ভোগ্য।

ষ্টেশনে যাওয়া, টিকিট কাটা, ট্রেনে উঠা, গাড়ীতে চলা—সবই ঠিক হইল, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইব মনস্থ করিয়া যদি শিয়ালদহ ষ্টেশনে টিকিট কাটি ও আসাম রেলওয়ে ট্রেনে চড়ি, তবে কি বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে? হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ, সদাচার পালনে অভিনয় ও ভক্ত্যাঙ্গযাজনের অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান স্থির না হয়, তবে শ্রবণমাত্র সার হইবে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাইবে না। চলার অভিনয় করিলে কি হইবে? যদি গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে চলা হয়, তবে গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাইবে না।

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজন অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহারা এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও মায়ার অধীন বা গুণাক্রান্ত হন না। মায়াচ্ছন্ন জীবগণ অক্ষজজ্ঞানে তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া অপরাধ করে। তাই শাস্ত্র বলেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তবাশ্রয়া ॥
(ভাঃ ১।১১।৩৮)

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্ব সর্বক্ষণ স্থির রাখিয়া চলিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি শ্রীধামে থাকিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই গুরুবস্তু। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত থাকিলেই সেবা হইবে, আর সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া যাহা কিছু করা যাইবে তাহাতে কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চ্চনকারী সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইলে অর্চ্চনটা কর্ম হইয়া যাইবে। অর্চ্চনকারী শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন—''হে গুরুদেব হে গান্ধর্ব গিরিধারিন্! আমার যেন অপরাধ না হয়। আমি যেন কোন প্রকার অন্যাভিলাষ পোষণ না করি।'' ভাড়াটিয়া দ্বারা কখনও সেবা হয় না, কৃষ্ণসেবার নৈবেদ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ভগবানের নিকট নিবেদন করিতে হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রিয় বলিলে চলিবে না। অনেকে কীর্ত্তন করেন, কিন্তু কীর্ত্তনের পদের অর্থ অনুসন্ধান করেন না। অনেকেই গড্ডালিকাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সার গ্রহণ করিতেছেন না। Routine work করিলেই হরিভক্তি হয় না। আমাদিগকে কীর্ত্তনের পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। চেতন অর্থাৎ সেবাপ্রাণ হইলে সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুসরণে আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচার মার্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের ভিতর ও বাহির ঠিক রাখিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়াই অমন্দোদয় দয়া

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান—মুম্বাই (বান্দ্রা), পার্থসারথী দাসের বসতবাটী
তারিখঃ- ১৩-০৯-২০১৪

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা বম্বেতে (বান্দ্রা) শ্রীপার্থসারথি দাস মহাশয়ের বসতবাটীতে ভগবদ্ প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল যাপন করার সময় পেয়েছি।

ভগবানের প্রসঙ্গ বলতে কি বোঝায়?

ভগবানের কথা শোনা, বলা, তাঁর গুণ, রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা ইত্যাদি সব বুঝায়। ভগবান-তিনি-কে? তিনি হচ্ছেন ভগযূত, সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ—এই ষড়বিধ Oppulence (বৈভব) যাঁর মধ্যে fully incorporated হয়ে আছে, তিনি হলেন ভগযূত। ষড়বিধ ভগযূত বলে তাঁকে ভগবান বলা হলো। ত্রিভুবনের মধ্যে কেউ তো এমন নাই যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান, যশ ও বৈরাগ্য এসব নিয়ে বসে আছেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই হচ্ছেন শ্রীগৌরচন্দ্র। তিনি এই সংসারের সবাইকে সব দিয়ে আনন্দ দান করার জন্য শ্রীগৌররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরসুন্দর, রাধামাধব রাধাকান্ত ভগবানের এই যে মুখ্য মুখ্য নামের বিলাস, **নামের বিলাস মানে তিনি শুধু নাম নিয়ে বসে নাই, নামের সঙ্গে নামের লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে আছেন।** সেজন্য **আমরা তাঁদের কথা শুনে অমন্দোদয় দয়ার রাজ্যে যেতে পারি।**

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া, বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১৯)

আমরা ভগবানের দয়া লাভ করবার জন্য ভগবানের প্রসঙ্গের উদয় করে তাঁর দয়ার সুযোগ লাভ করবার চেষ্টা করি। আজকে করছি তা নয়, মহাপ্রভুর সময়ও এরকম ঘটেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ধর্ম থেকে ছুটি নিয়ে গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন তখন শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না মহাপ্রভুর বিরহ, তিনিও ছুটি নিলেন। কাশীতে পড়াশোনা করে পন্ডিত হলেন তারপর শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরীতে মহাপ্রভুর চরণ ধরে বন্দনা করে বললেন, হে ভগবান! আমি ভুল করেছি, তোমাকে ছেড়ে আমি চলে গিয়েছিলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর।

তিনি বললেন আমি দয়ার কাঙাল হয়ে তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা করছি। এইভাবে বলে তাঁর পাদপদ্ম ভিক্ষা করলেন। সংসারে কত কি বিপর্যয় আছে। সংসারে বিপর্যয় বলতে কি বোঝাচ্ছে? হেলোদ্ধূনিত খেদয়া—হেলায় মানে যাঁর কৃপার ঠেলায় যত খেদ দুঃখ চলে যায়। মানে যত প্রকার খেদ থাকতে পারে সব চলে যায় যদি শ্রীমহাপ্রভুর দয়ার একটু আভাস হয়, ''প্রোন্মীলদামোদয়া''—আমোদ উদয়া, যাঁর বিশেষ কৃপায় পরমানন্দ লাভ হয়।

''রসদয়া'' মানে আমাদের রসের রাজ্যে নিয়ে যায়, আনন্দের শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ে যে রস সেই রসে আমরা উন্নীত হতে পারি। ''চিত্তার্পিতোন্মদয়া''-ভক্তি করতে করতে চিত্তের বিনোদন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, ''শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া''—ভক্তি বিনোদন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, ভক্তি দেবীকে বিনোদিত করবার যে ক্রিয়া সে শুরু হয়ে যায় ভগবানের দয়া হলে। ''মাধুর্যমর্যাদয়া''-মাধুর্য্যের তরঙ্গে ভাসতে থাকে তখন। ''শ্রী চৈতন্য দয়ানিধি তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া''—শ্রীচৈতন্যদেব তুমি দয়ানিধে, তুমি আমার প্রণাম নাও। পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করে প্রণাম করে দৈন্য শিরে তিনি তার এই প্রার্থনা জানালেন যে—এই আটপ্রকার দয়া আমার উপর বর্ষিত হোক।

শ্রীমহাপ্রভুর কথা এমন সুন্দর যাঁর দয়ার একটু উন্মেষ হলেই আমাদের সমস্ত সংসার ক্ষয় হয়ে চিত্তে এমন শান্তি আসে যে চিত্তে ভক্তির উন্মাদনা শুরু হয়ে যায়। শ্রীল রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরায় বসে সব রসের আস্বাদনকালে

তিনি ভগবানের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং নিত্যসেবা লাভ করার উপায় আদি আলোচনা করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্যের উৎকর্ষতা অতিশয় প্রেমভরে প্রার্থনা করেছেন। এইভাবে কৃষ্ণকথা রসে ভেসে কৃষ্ণশক্তির কথা শুনিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। শ্রীলস্বরূপ দামোদরের মহিমা মহাপ্রভু যখন বললেন নিজে দৈন্য দেখিয়ে বললেন এইরকম দৈন্য জগতে আর নেই। তিনি রায় রামানন্দের মুখ থেকে শুনতে চাইলেন কৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য, লীলা মাধুর্য্য, বেণু মাধুর্য্য। তিনি সব কথা আলোচনা করে বললেন—

''পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥''

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৬৯)

অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণ হলেও গৌর হয়ে এসেছেন, গৌরকান্তি হয়ে তিনি রাধার মহিমাটা বুঝালেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু খুব খুশি হয়ে বললেন, রায় রামানন্দ বিনয়ের কড়ি, তিনি তার প্রশংসা বাক্যকে প্রশংসা করলেন। সেইজন্য মহাপ্রভু শ্রীলরায় রামানন্দকে বলতেন তুমি ধন্য। রায় রামানন্দ বললেন মহাপ্রভুর জীবন কৃষ্ণকথায়, কৃষ্ণরসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, নিজেকে ডুবিয়ে দেন। তারপর শেষে রায় রামানন্দ প্রভু যখন গোদাবরী নদীর তীরে এলেন তখন মহাপ্রভু বললেন এখন দুই তিন দিন তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করব, এতবড় কথা বলেছেন মহাপ্রভু। তোমার হৃদয়ের কথা, কৃষ্ণের কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ছয় বছর কৃষ্ণকথা আলোচনা করেছেন, জীব উদ্ধারের জন্যই এসব কথা বলেছেন। এই যে কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের রস এই রসে ডুবে গেলেন মহাপ্রভু। মহাপ্রভু বললেন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ দুই মহান তত্ত্ব, তাদের মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শোনার ভাগ্য কোথায়। মহাপ্রভু বললেন যে রায় রামানন্দ বিনয়ের কড়ি আর বললেন—

''দশদিনের কা-কথা যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥''

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪০)

এই কৃষ্ণভক্তের গুণ আর কৃষ্ণের চরিত্রের মাধুর্য্য, রাধার গুণ, রাধার মাধুর্য্য এসব আস্বাদন করলেন গম্ভীরায় বসে। ১৮ বছর নীলাচলে ছিলেন তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে লীলা ও বাকী বারো বৎসর গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভভাবে রস আস্বাদন করেছিলেন। এই সমস্ত থেকে মনুষ্যজাতির কি করনীয়, ভক্তদের কি করনীয় এসব শেখালেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলরায় রামানন্দকে বললেন 'তোমার সমযূত কেউ নেই এখানে'। শ্রীল সার্বভৌম পন্ডিত মহাভাগবত ছিলেন মহাপ্রভু তাঁকে আদর এবং তাঁর প্রেমভক্তিকে মর্যাদা দিলেন। তিনি বললেন যতকাল আমরা এখানে বাস করব ততকাল নীলাচলে থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করাই ভালো। এসব শুনে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র বললেন ওনার (রায় রামানন্দ) চাকরির বেতনটা দিয়ে দেব, উনি কৃষ্ণ কথায় মহাপ্রভুর সঙ্গে কাল কাটাক। রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন।

মহাপ্রভু বললেন বিষয়ীর কথা শুনবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। তোমরা যদি আমাকে বিষয়ীর সাথে মিলাবার জন্য পীড়াপীড়ি কর তাহলে নীলাচল ছেড়ে চলে যাব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে কৃষ্ণকথা শুনবার জন্য রায় রামানন্দের কাছে পাঠালেন। মহাপ্রভু বললেন—'আমি কৃষ্ণকথা নাহি জানি, রায় রামানন্দের মুখে শুনি'। এই বলে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে পাঠালেন। এই যে কৃষ্ণকথার প্রস্রবন প্রবাহিত করলেন মহাপ্রভু এ আর থামল না, চলতে থাকল।

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

(শরণাগতি-শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

পরবর্তীকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিদাস ঠাকুরের সমাধির কাছে গৌরের ঠাকুরের সমাধির কাছে গৌরের নাম, গুণ লীলা সর্বক্ষণ চর্চা করবার জন্য কুটীর বেঁধেছিলেন। আর সেই কুটীরে বসে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্যকথা বলবেন না এই আশায় সংসার ছেড়ে সেখানে জায়গা করেছিলেন। এখন সেই স্থান সাতাসন ভক্তিকুটী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নামের মহিমা, দেখিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন সকলকে।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা

বক্তা:-ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক-শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

কিন্তু হ্লাদিনী সারবৃত্তি রূপায়া ভক্তর্জড়ানন্দান্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ শূন্যং"—কিন্তু ভক্তের যে জড় আনন্দ অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে আছে সেই সম্বন্ধটা শূন্য হওয়া দরকার, সেটা তখন শূন্য হবে যখন হ্লাদিনীর সার বৃত্তিটা বা ভক্তিটা তার মধ্যে আসবে।

"শুদ্ধস্বরূপোদয়ং বিনা ভাবাত্মিকা ভক্তির্নভবেৎ" — জড় সম্বন্ধ থাকা পর্যন্ত সে ভাব পর্যন্ত যেতে পারবে না। জড় সম্বন্ধটা সাধকের ব্যতিরেক লক্ষণ। **ইতি বিচিন্ত্য নামকীর্ত্তনরূপ সাধন ভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপং ব্যতিরেকলক্ষণেন স্পষ্টয়তি"**—যে ভক্ত সাধক হিসেবে আছে তার মধ্যে শুদ্ধ স্বরূপের জাগৃতি কিছু সম্বন্ধে হলেও তার মধ্যে ব্যতিরেক লক্ষণও আছে। দেহ সম্বন্ধ, সাংসারিক স্ত্রী-পুত্র পরিবার সম্বন্ধ, ধন বাড়ী-গাড়ী সম্বন্ধকে ছিন্ন করা দরকার। তাই মহাপ্রভু এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন—''ন ধনং ন জনং .... অহৈতুকী ত্বয়ি।'' হে জগদীশ! হে জনার্দন আমাকে জড় সম্বন্ধ থেকে নিষ্কৃতি দিও, তা নাহলে অহৈতুকী ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে পারব না। শুদ্ধ-স্বরূপের উপলব্ধি হবে না। এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ উপায় হলো সাধুসঙ্গ। সে সঙ্গটা ব্যাহ্যিক হলে হবে না, আন্তরিক ভাবে হতে হবে। 'উপদেশামৃত' ৪র্থ শ্লোকে শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদ বলছেন— **"দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥"**

সঙ্গটা ঠিকমতো হলে জড় attchment টা শিথিল হয়। যে পরিমানে আত্মসমর্পন হবে সেই পরিমানে জড় সম্বন্ধ শিথিল হবে। কৃষ্ণ কৃপার জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং সেটা পরাকাষ্ঠা সীমা পর্য্যন্ত করতে হবে, তবে কৃপা হবে, তার আগে হবে না। সেটা সাধনজ কৃপা। সাধুসঙ্গের দ্বারা ভজন বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে।

জ্ঞান তিন প্রকার—(১) সাক্ষাদ্ জ্ঞান (২) ব্যতিরেক জ্ঞান (৩) জড় জ্ঞান।

১) সাক্ষাদ্ জ্ঞান—স্বরূপ শক্তির সম্বিৎ বৃত্তি যখন সাধকের মধ্যে ক্রিয়া করবে সেটা সাক্ষাদ্ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের জ্ঞান।

২) ব্যতিরেক জ্ঞান—জীব শক্তির সম্বিৎ জ্ঞান, সেটা মুক্তি জ্ঞান বা ব্যতিরেক জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান। এটা পরমাত্মা জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

৩) জড় জ্ঞান—মায়া শক্তির সম্বিৎ জ্ঞান হলো জড় জ্ঞান।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললনে—

''বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার ॥''

(ভক্তিবিনোদ গীতিসংগ্রহ)

আমার যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনের প্রতি আসক্তি আছে সেইরকম প্রীতি তোমার প্রতি হোক। যখন সেরকম প্রীতি হবে তখন আমি শুদ্ধ ভক্ত হলাম তার আগে নই। শুদ্ধভক্তির বিচার খুব সুক্ষ্ম।

''তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরানে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চক।''

শুদ্ধভক্তি করতে হলে নিরন্তর শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করতে হবে, শুদ্ধ সিদ্ধান্ত জানতে হবে, এরজন্য বহু ভাগ্যের দরকার।

সাধকের স্বরূপ কি?

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মা বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

হে নন্দতনুজ! আমি তোমার কিঙ্কর, তোমাকে ভুলে বিষয়রূপ বিষ্ঠা গর্তে পড়ে আছি। তুমি আমাকে কৃপা পূর্বক আকর্ষণ করে তোমার চরণের ধূলি হিসেবে আমাকে চিন্তা কর। জীব নিত্য স্বরূপে কৃষ্ণ দাসত্ব করছে কিন্তু এই ভব সংসারে পড়ে মায়ার দাসত্ব করছে। শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেন
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ (১২।৪।৪০)

যত প্রকার দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিদেবিক, আধিভৌতিক সব আমাদের পেষন করছে। যখন সাধক বুঝতে পারবে তখন সে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করবে। এটা সাধনের

পূর্বাবস্থা।

'কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়'—আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিকনা বিচার কর। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করলেন—জীব হরির বিভিন্নাংশ অর্থাৎ বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ। ভগবানরূপে ভিন্ন কোন তত্ত্ব, তার অংশ জীব। জীবের গতি বা স্থান কৃষ্ণের চরণ পর্য্যন্ত। জ্ঞানীরা চিন্তা করে আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে যাব বা সাযুজ্য মুক্তি কিন্তু মহাপ্রভু বললেন—'কৃষ্ণের চরণধূলি হয়ে থাকব এটাই আমার ইচ্ছা।'

ধূলির কার্য হচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে, কৃষ্ণের অঙ্গের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। ভগবানের অনন্ত শক্তি, তাতে তিনটি শক্তি প্রধান। স্বরূপ শক্তির দ্বারা ভগবান নিজেকে প্রকাশ করলেন। স্বরূপ শক্তির তিনটি পদ, সেইরকম জীব একটি শক্তি। জীব যদি শক্তি হয় তাহলে শক্তিমানকে আলিঙ্গন করার অধিকার আছে। কিন্তু নাই, কেননা, জীব বিশেষরূপে ভিন্ন শক্তি ও তটস্থা শক্তি। তাই ধূলিকণা হয়ে থাকার অধিকার, স্পর্শ করার অধিকার নাই। কিন্তু সেই অধিকার হতে পারে যদি জীবের বিভিন্নাংশ বৃত্তিটা সাধন করে সচ্চিদানন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হবে, সেসময়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ পাবার যোগ্যতা লাভ করবে। কিন্তু মহাপ্রভু দাস্য ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যদি জীব রাধার দাসী হবে তবে কৃষ্ণের স্পর্শ পাবে। জীবের অনুত্বটা কখনো বিরাট হতে পারে।

প্রভুপাদ বললেন—জীবের ভগবানের পাদপদ্মে আরোহন করার যোগ্যতা নাই, ধূলিকনা হয়ে থাকারই যোগ্যতা আছে। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত বদ্ধ জীবের কৃষ্ণ চরণ ধরে বাঁচার ক্ষমতা নাই সেজন্য 'কৃপয়া' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কৃপাটা ধরলে কি করে? যখন জীব শরণাগত হয়ে শুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে চলবে সে কৃপাটা অবতরণ করবে, তখন আমার ভিতরের ভোগ বাসনাটা ছিন্ন হবে, জড় আসক্তি শিথিল হবে। তা না হলে এই দেহ, গেহ, স্ত্রী পুত্র পরিবার অর্থ এসবের আসক্তি ত্যাগ করা অত সহজ কথা নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

''কৃপা অসি ধরি বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে কর হে দাস ॥''

দাসত্ব পাবে তখন যখন ভগবানের কৃপায় বন্ধন ছেদন হবে। নন্দতনুজ কেন বললেন?—নন্দতনুজের সঙ্গে জীবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে কারণ, আমি যদি ভগবদ্‌তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা নন্দনন্দনের চরণ ধরে থাকি তাহলে পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তি হবে। সেজন্য প্রভুপাদ আমাদের রাধাবিনোদ মাধব, বিনোদানন্দ জীউ এঁনাদের চরণে এনে রাখলেন। এ সংসারের কিছু আনন্দে যদি আমি মজে যাই তাহলে সেটা শেষে গিয়ে দুঃখের সমুদ্রে ফেলবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—

''ভাবিয়া দেখহ ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই
যাহা আছে দুঃখের কারণ ॥''

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক সম্পূর্ণ শিক্ষা, তার মধ্যে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক শিক্ষা আছে। তার মধ্যে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেমভক্তির কথা আছে। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি **'ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়'** এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তির কথা। তারপর ভাব ভক্তির কথা আসল, যদিও আমরা ভাব ভক্তি আলোচনা করার যোগ্য নই, কেবল জানতে পারব, তার মধ্যে বিশেষ প্রবেশ করতে পারব না।

'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ বলেছেন—**'স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তিতত্ত্ব অববোধিকা।'**—যার স্বল্প শ্রদ্ধা, স্বল্প ভক্তি বা স্বল্প রুচি ও থাকবে তার বুদ্ধির মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব প্রকশিত হবে নতুবা হতে পারবে না।

''নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

নয়নটা বিগলিত হয়ে নয়নে অশ্রু আসবে মানে চক্ষুটা নিরন্তর অশ্রুধারায় সিক্ত হবে, বাক্যটা গদগদ হয়ে রুদ্ধ হবে, শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হবে। চক্ষু, বাক্য আর শরীর এই তিনের আস্থা ভাবের ভূমিকায় কি রকম হবে তা বর্ণন করলেন এই শ্লোকে মহাপ্রভু।

'কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি'—কবে ভগবান! তোমার নাম গ্রহণকালে সে দশা হবে। তার মানে কবে আমি সংকীর্ত্তন ঠিকমত করব, কবে সংকীর্ত্তনের বাস্তব ফলটা আমার মধ্যে ক্রিয়া করবে তারফলে চিত্তটা মার্জ্জিত হবে, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার আসবে, ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হবে, আমার জীবনের মঙ্গলকুমুদ প্রস্ফুটিত হবে, পরাবিদ্যার আবির্ভাব হবে, প্রতি পদে পদে ভগবানের সেবা করে আনন্দ লাভ করব। সেই অবস্থায় সাধকের এই বাহ্যলক্ষণ ''নয়নং গলদ .... বপু'' দেখা যাবে। আবার শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে আছে কিছু পিচ্ছিল স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি হরিনাম নিয়ে চোখে অশ্রু বিসর্জন করে ইচ্ছাপূর্বক সেটা ভাবভক্তির লক্ষণ নয়। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থেকে স্নিগ্ধভাবে সংকীর্ত্তনের মধ্যে যখন ডুবে থাকবে তখন যদি অশ্রু বিসর্জন হয় সেটা ভাবের অঙ্কুর অবস্থা। **ভাবের ভূমিকাতেও চরম অপরাধ যেমন**

বৈষ্ণব অপরাধ এর আভাস থাকতে পারে। ভাব আর প্রেমের ভূমিকার এটাই তফাৎ। **প্রেমের ভূমিকায় কোন অপরাধ বা অনর্থের লেশমাত্র থাকে না প্রতিপদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হবে।**

অনর্থ চার প্রকার—(১) স্বরূপ বিস্মৃতি (২) অসৎতৃষ্ণা (৩) অপরাধ (৪) হৃদয় দৌর্বল্য।

১) স্বরূপ বিস্মৃতি (দুষ্কৃতোত্থ)—দুষ্কর্ম করে বা দুষ্ট ভাবনা থেকে স্বরূপবিস্মৃতির জন্ম। আমি যে কৃষ্ণের নিত্যদাস সেটা ভুলে এই দেহেতে আমি বুদ্ধি করে সংসারে জড় উপাধিগত যে সম্বন্ধ এতে নিজের স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হয় তাকে স্বরূপ বিস্মৃতি বলে।

২) অসৎ তৃষ্ণা (সুকৃতোত্থ)—জড় বিষয়ে রূপ, রস শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভোগ করিবার যে পিপাসা তাকে অসৎতৃষ্ণা বলে। সুকৃতি অর্থাৎ পুণ্যকাম করে করে ভোগ বাসনাটা বেড়ে গেল, তাকে সুকৃতোত্থ বলে।

৩) অপরাধ (অপরাধোত্থ)—এই অনর্থ অপরাধ থেকে জাত হয় অপরাধ চার প্রকার যথা—

ক) নাম অপরাধ (১০) খ) ধাম অপরাধ (১০) গ) সেবা অপরাধ (৬৪ প্রকার) ঘ) বৈষ্ণব অপরাধ (৬ প্রকার)।

৪) হৃদয় দৌর্বল্য (ভক্ত্যুত্থ)—হৃদয়ে যতক্ষণ প্রতিষ্ঠা থাকবে ততোক্ষণ হৃদয়টা গুরু বৈষ্ণবে, সংকীর্ত্তনে দুর্বল হয়ে যাবে, দৃঢ়ভাবে লাগবে না। ভক্তি করতে করতে লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার জন্ম হবে।

এই চার প্রকার অনর্থ নিবৃত্তির উপায়—

১) সুষ্ঠুভাবে সংকীর্ত্তন করতে হবে।

২) সাধুসঙ্গ প্রকৃষ্ট রূপে করবে হবে।

৩) শুদ্ধনাম করতে হবে।

৪) শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বললেন—ভজন প্রবৃত্তি বাড়ালে অনর্থ automatic কমবে।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে ॥

এটা ভাবের কথা, এরপরে যে প্রেমের ভূমিকা আসবে তার আগের লক্ষণ। এটা বিপ্রলম্ভ ভাব, মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপটা প্রকাশ করলেন এই শ্লোকের দ্বারা। নিমেষ, সেকেন্ডের সাড়ে ১১ ভাগের ১ ভাগ লব। লব, ক্ষণ, নিমেষ এগুলো সবই সেকেন্ডের কম। সেই নিমেষ বিরহকালে একযুগ বলে জ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন গোপীগণ বলেছিলেন—'যুগশত জ্ঞান করি তিলে'। যখন রাসলীলা হলো তখন যোগমায়াদেবী রাত্রিকে বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু গোপীগণ ভাবলেন এত অল্প সময়ে শেষ হলো। তখন শতযুগকে তিল জ্ঞান করলেন। এই হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ। প্রেমের লক্ষণে বিরহ অবস্থায় নিমেষকে যুগশত জ্ঞান হবে আর চোখ দিয়ে সর্বদা অশ্রু বর্ষিত হবে। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং—জগতটাকে শূন্য মনে হবে, মনে করবে কেউই নাই। শ্রীমহাপ্রভু দেখলেন গোবিন্দের বিরহে জগত শূন্য হয়ে গেছে। সেটা বিপ্রলম্ভ প্রেম, গোপীগণ দেখলেন কৃষ্ণলীলার শেষভাগে। তাই মহাজনগণ বলেন কৃষ্ণের ব্রজলীলা যখন শেষ হলো তার অন্তিমভাগটা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা। ব্রজলীলাটা অসম্পূর্ণ ছিল। কৃষ্ণ বিরহ দিয়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু বিরহ অবস্থায় রসটা কিরকম আস্বাদন হয় সেটা মহাপ্রভু বারো বছর পুরীতে থেকে দেখালেন। আমাদের এত ভাগ্য যে আমরা শুধু শ্রীজগন্নাথের ভক্ত নই। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ধারায় থেকে শ্রীজগন্নাথের ভক্ত। সেইসব সিদ্ধান্ত বুঝতে পারা যাবে তখন, যখন সাধু গুরু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে।

কবে মোর হবে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীন।

কবে হবে?—যখন আমি গুরু বৈষ্ণবের অধিক অধিক সঙ্গ করব তখন হবে।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

অষ্টম শ্লোকটা সিদ্ধির বা নিষ্ঠা ভূমিকার কথা। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে আশ্লিষ্য মানে আলিঙ্গন করবে অথবা পাদরতাং—পদদ্বারা পিষ্ট করবে, অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং অথবা অদর্শন দিয়ে মর্মহতাং অথবা অদর্শন দিয়ে মর্মাহত করবে, যথা তথা বিদধাতু—তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। লম্পট—প্রেম সম্ভোক্তাকে লম্পট বলা হয়। মৎপ্রাণ-নাথস্তু—তুমিই আমার প্রাণনাথ, স এব নাপরঃ—অর্থাৎ অপর কেউ নাই। তুমি আমাকে কৃপা করবে অথবা বঞ্চনা করে সঙ্গ দেবে বা বিচ্ছেদে ফেলবে সেটা তোমার ইচ্ছা। এটা প্রেমের গাঢ়তর অবস্থার কথা। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—"প্রেম-দশালব্ধানাং জীবানাং কা প্রবৃত্তিরিত্যা-লোচ্যাহাশ্লিষ্য বা পাদরতাং ইতি।"—যে ভাবের দশা পার করে বিপ্রলম্ভ প্রেমের দশা লাভ করবে তার প্রবৃত্তি এরকম হয়। *(ক্রমশঃ)*

এলাহাবাদে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে দ্বি-দিবসীয় ধর্ম সম্মেলন এবং আলোচনা সভা

সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, কলকাতা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্ত্তির ত্রিবৎসরীয় অনুষ্ঠানের কলকাতা এবং পাটনার অনুষ্ঠানের পরে মিশনের অন্যতম শাখা এলাহাবাদস্থিত শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্য ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বি-দিবসীয় ধর্মসম্মেলন এবং আলোচনা সভা। ১৪ নভেম্বর, ২০১৬ অধিবাস দিবসে সম্পূর্ণ মন্দির নাট্যমন্দির সুন্দর-সুন্দর লাইটিং এবং ফুল মালা দিয়ে সাজানো হয়। ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ সকাল ৮টায় একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল ২০ খানা বড়-বড় পতাকা, ১টি হাতী, পাঁচটি ঘোড়া, ২০টা ঢোল নগাড়া যুক্ত ব্যান্ডপার্টি, ২১টি তুলসী গাছ, প্রায় ১০০ টি মাথায় কলস বহনকারী মহিলা ভক্ত, পতাকা এবং প্লাকার্ড যুক্ত অবশিষ্ট ভক্ত, সাউন্ড সিস্টেমের একটি বিরাট ডিজে তৎপশ্চাৎ সংকীর্ত্তন পার্টি এবং সর্বশেষে সুসজ্জিত মহাপ্রভু রথ। সম্পূর্ণ শোভাযাত্রা রাজকীয় সজ্জায় সুসজ্জিত ছিল। এই শোভাযাত্রা শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ থেকে আরম্ভ করে মহাত্মাগান্ধী মার্গ, শ্রী এম.পি. ডিগ্রী কলেজ, মালবীয় রোড, জহরলাল নেহেরু রোড, গীতা নিকেতন, ফোর্ড রোড চৌরাস্তা হইতে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শোভাযাত্রা মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে উদ্ঘাটন সমারোহ। মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সমন্বিত সংকীর্ত্তন মন্ডলী আরম্ভ করেন মধুর-মধুর হিন্দী ভজন। প্রায়ঃ ১২টার সময় মন্দিরে শুভাগমন করলেন উত্তরপ্রদেশের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী রাম নায়েক, প্রথমে তিনি মন্দিরে সুসজ্জিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে আরতী করেন তৎপশ্চাৎ আলোকময় সুসজ্জিত মঞ্চে উপস্থিত হন। মহামান্য রাজ্যপালের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি প্রোফেসর গিরিশ চন্দ্র ত্রিপাঠী, এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের পূর্ব ন্যায়াধীন শ্রী এস.কে. মুখার্জ্জী এবং মিশনের সেবা সচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। মহামান্য রাজ্যপাল দীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের শুভ সূচনা করেন, তৎপশ্চাৎ কুলপতি এবং পূর্ব ন্যায়াধীশ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার কথা বলতে গিয়ে বলেন—"মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ এবং তাঁর কৃপা ব্যতীত কেউ গোপীভাবামৃত লহরীর মধ্য অবগাহন করতে পারেন না।"

শ্রীবিগ্রহের আরতি করছেন মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীরাম নায়েক

উদ্ঘাটন সমারোহে মহামান্য রাজ্যপাল সহ সমস্ত অতিথিবৃন্দ

আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বিশাল ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করছেন শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

তৎপশ্চাৎ মহামান্য রাজ্যপাল বক্তৃতা প্রদান পূর্বক বলেন ''আমি প্রায় সব জায়গায় কিছু দান করি কিন্তু এখানে একমাত্র ভিখারী হয়ে এসেছি কিছু নেবার জন্য। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিশনকে সানন্দ শুভকামনা প্রদান পূর্বক বলেন গৌড়ীয় মিশন হচ্ছে অশান্তি এবং দুঃখময় সংসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ প্রেম বিতরণের মাধ্যমে শান্তিময় এবং

বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

আনন্দময় বিশ্বকে গড়ে তোলার একটি শুদ্ধপ্রতিষ্ঠান। ''সভার শেষে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের বৈশিষ্টের কথা বলতে গিয়ে বলেন ''মিশনই হচ্ছে মহাপ্রভুর বিমল প্রেম ধর্মের প্রচারক, বিশুদ্ধ ভক্তির বাহক এবং সমাজের বাস্তবিক মঙ্গল দাতা।'' বক্তৃতার শেষে তিনি রাজ্যপাল সহ সমস্ত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত দিবস বিকাল ৩টা থেকে আরম্ভ হয় বিদ্বৎ সমাজের আলোচনা সভা। এই সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রয়াগধামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। ভারতীয় বিদ্যাভবনের নির্দেশক এবং বরিষ্ট পত্রকার ডঃ রামনরেশ ত্রিপাঠী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের ভুতপূর্ব অধ্যক্ষ প্রোফেসর শ্রীঅমর সিংহ, এলাহাবাদের চৌধুরী মহাবীর প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের

শোভাযাত্রায় মঙ্গল কলসের সঙ্গে মহিলা ভক্তবৃন্দ

প্রধানাচার্য ডঃ আনন্দ শ্রীবাস্তব, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকালীন ইতিহাসের বিভাগাধ্যক্ষ প্রোফেসর ডঃ হেরম্ভ চতুর্বেদী, বৃন্দাবন শোধ সংস্থানের নির্দেশক ডঃ হরিমোহন মালবীয়, মানস মর্মজ্ঞ ডঃ চন্দ্রভুষণ পান্ডে আদি সকলেই শ্রীরূপ গোস্বামীর অতিমর্ত্য লীলার কথা বর্ণন করেন। সর্বশেষে মুম্বই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি

বৈভব পর্যটক মহারাজ মহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ে একটি অভুত-পূর্ব বক্তৃতা প্রদান করেন যা শ্রবণ করে সমস্ত বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ অভিভূত হন। শ্রীপাদ মহারাজ সভায় আগত সমস্ত অতিথি-বৃন্দকে গৌড়ীয় মিশনের তরফ থেকে ধন্যবাদ প্রদান করলেন। পরবর্তী সংস্কৃতিক কার্যক্রমে কৃষ্ণভজন পরিবেশন করলেন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ শিশু কলাকার শ্রী সরগম কান্ত বৈশ্য এবং শ্রীচন্দন বৈশ্য। গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীগণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও নৃত্যাদির দ্বারা সভার সমাপন করলেন।

১৬ই নভেম্বর দুপুর ২.৩০ থেকে হয় বিশাল ধর্ম সম্মেলনের শুভসূচনা হয় জয়-বন্দনা এবং হিন্দী ভজন পরিবেশনের দ্বারা। বেলা প্রায় ৩.৩০ থেকে আরম্ভ হয় বিশাল ধর্ম সম্মেলন। এই ধর্ম সম্মেলনে ক্রমশঃ বক্তৃতার প্রদান করেন অযোধ্যার পুজ্য স্বামী শশিধরাচার্যজী মহারাজ, এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী করুনানন্দ জী মহারাজ, এলাহাবাদ ইস্কনের (ISKCON) বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রী সৌম্যদাস ব্রহ্মচারী। ইনারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ শিক্ষার তাৎপর্য্য বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন। পরবর্ত্তী বক্তা রূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের (গোদ্রুম) সহ-অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, তিনি ধামেশ্বর বেণী মাধব ভগবান, তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ শিক্ষাস্থলী দশাশ্বরমেধ ঘাটকে প্রণাম করে তার সুদীর্ঘ এবং সারগর্ভী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপশ্চাৎ গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ রসতত্ত্বের আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে রসতত্ত্বের অবদান ও শ্রীল রূপগোস্বামীর লীলার কথা পরিবেশন করেন। সর্বশেষে পরমারাধ্যতম গুরুদেব আর্শীবাণী প্রদান করলেন।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রীকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বাউল গান পরিবেশন করলেন। সভান্তে মিশনের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীবৃন্দ অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রতিদিন সভার শেষে সর্বসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এর পরিচালনায় মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআচার অবধুত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ, শ্রীধরনীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারীর বিশেষ সহযোগিতায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী তথা স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তদের সেবা-প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে, (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রক্ষিগণের বাণপ্রহারেও সেই শূকর একটুও ভয় পেল না। বাগানের প্রহরীরা ভয় পেয়ে মহারাজের শরণাপন্ন হলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাদেরকে পীড়ন কে করছে জানতে চাইলে, তাঁরা বললেন—তা দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, কিন্নর কিছুই নয়, একটি বিরাট শূকরমাত্র। রাজা গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে সেই বাগানে উপস্থিত হলে সেই ভয়ঙ্কর শূকরকে দেখতে পেলেন। শূকরকে বধের জন্য বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করেও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। কখনও শূকরটি দৃষ্টিগোচর হয়, কখনও বা অদৃশ্য হয়, বহুক্ষণ যুদ্ধ করে রাজা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সৈন্যগণ সব বিপর্য্যস্ত। রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গভীর বনের মধ্যে পথ হারিয়ে দীনভাবে একাকী অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সেই অরণ্যমধ্যে নদী দেখতে পেলেন। নদীর শুদ্ধ জল দেখে মহারাজের আনন্দ হল, অশ্বটিকে জল পান করিয়ে, নিজেও পরিতৃপ্তির সহিত জল পান করলেন। কিন্তু নগরে ফিরে আসার পথ খুঁজে পেলেন না। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে মূহ্যমান হয়ে পড়ে রইলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা অকস্মাৎ বনে ব্রাহ্মণকে দেখে পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র রাজার গভীর নির্জন বনে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বললেন—'একটি বিরাট ভয়ঙ্কর অদ্ভুত শূকর আমার পুষ্পোদ্যানে সমস্ত গাছপালা উপড়ে ফেলেছে। আমি তাঁকে মারবার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে বহু চেষ্টা করেছি। সেই মায়াবী পাপিষ্ঠ শূকর আমার দৃষ্টিপথের অগোচর হয়ে কোথায় চলে গেছে। আমার সৈন্যগণ কোথায় বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি বিভ্রান্ত হয়ে একাকী এই নির্জন বনে অবস্থান করছি। আমার ভাগ্যবশতঃ এই নির্জন বনে আপনার দর্শনলাভ হল। আমি অযোধ্যপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমার নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন। আমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি। আমার

কাছে যে যা চায়, আমি তাঁকে তাই দিয়ে থাকি। আপনি অযোধ্যায় যাবেন।' মুনিবর বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনে বললেন—'হে রাজা। আপনি যেখানে এসেছেন, এটা অতি পবিত্র তীর্থ। এখানে আপনি স্নান করে পিতৃপুরুষের তর্পণ করুন। স্নানান্তে কিঞ্চিৎ দানও করুন। স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন —পুণ্যতীর্থে স্নান, তর্পণ, দানাদি যে ব্যক্তি করেন না, তিনি আত্মহত্যাকারী মহাপাপী। আপনি সামর্থ্যানুসারে পুণ্যকার্য্য করুন, আপনাকে প্রত্যাগমনের রাস্তা দেখিয়ে দেব। রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিবরের কপটতাপূর্ণ বাক্যে মোহিত হয়ে নিজ রাজ পোষাক ছেড়ে যথাবিধি স্নান, তর্পণাদি কার্য্য করলেন। পরে ব্রাহ্মণকে দান করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, রাজসূয় যজ্ঞে মুনিগণের কাছে এরকম কথা তিনি দিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

গোদ্রুম মঠে শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ও প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা

বক্তা—ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক-ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ. গোদ্রুমধাম
স্থান-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোড়ীয় মঠ, গোদ্রুমধাম, নদীয়া
তাং—৬-১০-২০১৬ হইতে ১১-১০-২০১৬

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রীতিসন্দর্ভ

১। গ্রন্থ পরিচয়।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরমতম পুরুষার্থ স্বরূপ ভগবদ্ প্রীতি বা প্রেমকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রয়োজন তত্ত্ব যে কৃষ্ণপ্রেম সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং ভগবদ্ প্রীতির সর্বোৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে।

২। গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন?

জীবের পুরুষার্থ বিষয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম জনিত যে সুখ, সেই সুখের স্বল্পতা বা হেয়তা দেখানো হয়েছে, সেইসঙ্গে মুক্তির আনন্দকে পরম পুরুষার্থ দেখিয়ে ভগবদ্ প্রীতির আনন্দের পূর্ণতা এবং পরাকাষ্ঠা দেখানোর উদ্দেশ্যে তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানব ভ্রান্ত হয় সে কোনটা পুরুষার্থ, কোনটা প্রকৃত সুখ সে জানে না, কেউ ধর্ম, অর্থ, কাম সেবার দ্বারা সুখ পেতে চায়। কিন্তু ত্রিবর্গের সুখ নিতান্ত স্বল্প এবং হেয় আর মুক্তির আনন্দ বৈচিত্রীহীন, কেবলানন্দ, পরিপূর্ণতা হীন। তাই জীব পরিপূর্ণরূপে শান্তি লাভ করতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্ প্রীতির দ্বারা এটা সম্ভব। তাই ভগবদ্ প্রীতির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করতে গিয়ে এই গ্রন্থের অবতারণা। ভগবদ্ প্রীতির পরিপূর্ণতা, প্রীতির দ্বারা চরম সুখ, সর্ব্বোৎকর্ষতা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার জন্য প্রীতি সন্দর্ভ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

৩। মুক্তির স্বরূপ কি?

আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিকে মুক্তি বলা হয়েছে শাস্ত্রে। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের দুঃখের সীমা নেই, সেই সীমাহীন দুঃখের মূল উৎপাটন। সেই মুক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত মুক্তি এবং ভগবদ্ প্রীতিলাভ জনিত মুক্তি হতে পারে। ভগবদ্ প্রীতি লাভ করলে জীবের দেহযোগ থাকতে পারে না তাই ভগবদ্ প্রীতিতেও মুক্তি, একে চরম মুক্তি বলা হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, পরমাত্মা সাক্ষাৎকার অথবা ভগবদ্ সাক্ষাৎকার এগুলি মুক্তির বিভিন্ন স্তর।

সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য—এই পাঁচপ্রকার মুক্তি ছাড়াও ভগবানের প্রীতি লাভে পরিপূর্ণ মুক্তি।

৪। ভগবদ্ স্বরূপ ও জীব স্বরূপের পার্থক্য কি?

ভগবদ্ স্বরূপ	জীব স্বরূপ
ক) অফুরন্ত আনন্দ এবং অনাবৃত আনন্দ আর মুখ্যানন্দ।	ক) জীব স্বরূপ অনু বলে অতি স্বল্পানন্দ অর্থাৎ গৌণানন্দ।
খ) ভগবান তিনি বিভু, নিয়ামক, তিনি জীবের আশ্রয় তত্ত্ব, শক্তিমান তত্ত্ব।	খ) জীব নিয়ম্য এবং জীব শক্তি।

৫। পুরুষার্থ কাকে বলে?

মানব জীবনের প্রাপ্তির বিষয়কে পুরুষার্থ বলে। যে কোন সাধনের মাধ্যমে যেটা লাভ হয় তাই পুরুষার্থ। কেউ কর্মের ভূমিকায়, ভোক্তার ভূমিকায় জাগতিক সুখ চায় তাকে ত্রিবর্গ বলে, সেই ধর্ম, অর্থ কাম সেই জীবের পুরুষার্থ। যে মুক্তির আনন্দ চায়, তার কাছে মুক্তি পুরুষার্থ। আর যারা ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করতে চায়, কৃষ্ণ প্রীতি তার কাছে পুরুষার্থ। তাই পুরুষার্থ বলতে জীবনের চরম উদ্দেশ্যকে বোঝায়।

৬। ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ গণনা করা হয়েছে কেন?

ত্রিবর্গজনিত সুখের জন্য মানব চেষ্টা শীল। ধর্ম, অর্থ, কাম চর্চার দ্বারা যে সুখ, তা এক শ্রেনীর লোকের কাম্য, তাদের কাছে এটাই চরম সুখ। অজ্ঞানতা থেকে হোক বা প্রবৃত্তি মার্গে থেকে হোক বা বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিষয়ে অজ্ঞানতাবশতঃ এক শ্রেনীর লোক এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলছে এবং এর দ্বারা তৃপ্ত হচ্ছে। যারা জ্ঞানী বা সারগ্রাহী তারা এই ত্রিবর্গসুখের মধ্যেও দুঃখ দেখতে পাচ্ছে তাই ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। তাই এই ত্রিবর্গ সোপান সদৃশ। আবার প্রবৃত্তি মার্গের আনন্দ না থাকলে নিবৃত্তিমার্গের আনন্দের শ্রেষ্ঠতা অনুভব হয় না তাই প্রবৃত্তিমার্গকে পুরুষার্থ হিসেবে শাস্ত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৭। মুক্তি এবং ভক্তির মধ্যে তফাৎ কি?

মুক্তি	ভক্তি
ক) স্বসুখ কামিতা রয়েছে।	ক) ভগবদ্‌সুখকামিতা রয়েছে।
খ) কেবলানন্দ অনুভব হয়।	খ) ভগবদ্ স্বরূপের পূর্ণানন্দের অনুভব হয়।
গ) মুক্তির আনন্দে বৈচিত্রী নেই।	গ) ভগবানের লীলা বিলাসের বা সেবা বিলাসের আনন্দের বৈচিত্রতা আছে।

৮। মুক্তিকে কেন পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে?

ধর্ম, অর্থ, কামে যে সুখ লাভ হয় সেটা ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ লাভ, ভৌম প্রপঞ্চের সুখ লাভ অর্থাৎ হেয় সুখ লাভ হয়। তার থেকে মুক্তিতে গিয়ে যে পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্‌কাররূপ আনন্দ, সেখানে দেহ দৈহিক ব্যাপারগুলোর মিথ্যাত্ব প্রতীতিরূপ আনন্দ।

পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্‌কারের নাম মুক্তি আর এই মুক্তি পরম পুরুষার্থ জীব গোস্বামীপাদের মতে। ''হিত্বা অন্যথারূপম্ স্বরূপেন ব্যবস্থিতি।' মুক্তিতে যে সুখ পাওয়া যায় সেটা চিন্মাত্র সুখ এবং জড়গন্ধশূন্য সুখ কারন ''হিত্বা অন্যথারূপম্'' মানে জড়ীয় দেহ দৈহিক ব্যাপারকে ত্যাগ করে সে পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্‌কার। মুক্তিতে আন্ত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখের কোনভাবে প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা নাই মুক্তিতে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করায়। পরতত্ত্ব মানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। এই তিনের সাক্ষাৎকারই প্রকৃত মুক্তি। মুক্তি দু'প্রকার—

ক) জীবোন্মুক্ত দশা—স্থূল ও সুক্ষ্ম দেহে থেকেও যিনি এই জড়ীয় দেহ দৈহিক অভিমানের মিথ্যাত্ব অনুভব করেন তাকে জীবোন্মুক্ত দশা বলে। যেমন—ভরত মহারাজ।

খ) উদ্‌ক্রান্ত দশা—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস। মৃত্যুর পর জড় শরীরে অভিনিবেশ রইল না ব্রহ্ম পরমাত্মার কাছে গেল।

৯। পরতত্ত্বের কয়টি প্রকাশ ও কি কি এবং তাদের সাক্ষাদকারের উপায়?

পরতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥

(ভাঃ ১।২।১১)

জ্ঞানীগণ জ্ঞান সাধনার দ্বারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। যোগীগণ যোগসাধনের দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। আর ভক্তিসাধকগণ ভক্তি বা প্রীতির দ্বারা ভগবদ্ সেবা লাভ করেন।

১০। প্রীতির পরমতম পুরুষার্থতার কারণ-নির্দেশ করুন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ প্রীতির পরমতম পুরুষার্থতার ছয়টি কারণ নির্দেশ করেছেন—**ক) প্রিয়ত্ব লক্ষণযুক্ত ভগবানেতে প্রীতি করলে সর্ব্বার্থ লাভ হয়। ভুক্তি, মুক্তি, যোগ সাধনের সব ফলই পাওয়া যায়।**

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথশ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩৩)

খ) ভগবদ্ প্রীতিতে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি।

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।

প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ। (ভাঃ ৫।৫।৬)

শ্রীল ঋষভদেব বলছেন—আমাতে যে পর্যন্ত প্রীতি না জন্মে সে পর্য্যন্ত দেহযোগ বা দুঃখ যাবে না অর্থাৎ ভগবানে প্রীতি লাভ করলেই দুঃখের নিবৃত্তি।

গ) ভগবদ্ ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধন ফল দিতে পারে না।

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলছেন—একমাত্র আমি ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য হই আর কোন সাধনের দ্বারা গ্রাহ্য হই না।

''ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তি পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২১)

ঘ) ভগবদ্ প্রীতি সাধনের দ্বারা স্বরূপবৈভব জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা জ্ঞানও ভগবদ্ ভক্তির দ্বারা লভ্য হয়।

বাসুদেব, উপনিষদের শ্লোকে বলছেন—
মদ্রূপম্ অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম মধ্বাদি অন্ত বিবর্জিতম্।
স্বপ্রভম্ সচ্চিদানন্দম্ ভক্ত্যা জানতি চ অব্যয়ম্ ইতি ॥

ঙ) ভগবদ্ প্রীতির দ্বারা পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নিশ্চয়তা।

''ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরের ভূয়সী ॥
(শ্রুতি ৩।৩।৫৩)

ভক্তি জীবকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়, ভগবদ্ দর্শন করাবে, ভগবানকে বশ করবে এবং ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

চ) ভগবদ্ প্রীতির তারতম্য অনুযায়ী সাধন অবস্থা থেকেই ফললাভ।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪২)

ভক্তির তিনটে ফল—ভক্তি শুরু করলেই ভগবানে প্রেম বাড়বে, ভগবানের অনুভব আসবে আর সাংসারিক কার্যে বিরক্তি আসবে। যেমন যেমন ভক্তি করবে তেমন তেমন ফল পাবে।

১১) 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

ব্রহ্মবাদীদের কাছে প্রণব বাক্য। তদ্ শব্দে ব্রহ্মবস্তু, তম্ শব্দে জীবাত্মা আর 'অসি' অর্থে হও। এই অর্থে তাঁর সঙ্গে তোমার ঐক্য রয়েছে। এই বাক্যের ভক্তিপর ব্যাখ্যা করেছেন—তদ্ শব্দে ঈশ্বর, তম্-তুমি অসি-হও মানে তাঁর তুমি হও অর্থাৎ তস্য তম অসি। এই তত্ত্বমসি বাক্য জীবের চিন্ময় সত্ত্বার প্রতিপাদক।

১২। এক জীব অন্য জীবকে প্রীতি করে সুখী হতে পারে কি?

না, জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে বটে কিন্তু কেহই কারো প্রীতির যোগ্য বিষয় হতে পারে না, কারণ প্রীতি সুখ স্বরূপা, অখন্ড সুখাত্মক বস্তু সে চায়। জীব স্বরূপত আনন্দ বস্তু হলেও অনু আনন্দ মাত্র তাও আবার ব্রহ্মাদি—দুর্ভেদ্য অষ্ট আবরনের মধ্যে অবস্থিত, সেই আবরণ ত্রিতাপময়ী মায়ার বিকার হেতু। স্বরূপগত আনন্দের কাছে কেউ উপস্থিত হতে পারে না। তাই দুঃখের আবরণে বেষ্টিত অনু আনন্দ জীবকে ভালোবেসে কোন জীব সুখী হতে পারে না।

এক জীব অন্য জীবকে প্রীতি করে পূর্ণানন্দ দিতে অক্ষম, কারণ জীব নিজেই অনু অংশ, জীবের আনন্দ গৌণানন্দ, তাই জীব ক্রমশঃ প্রীতির বিষয়কে পরিবর্তন করে। যেমন শৈশব জননী, বাল্যে সখা, যৌবনে প্রেয়সী এইরূপ নিত্যনুতন বিষয়কে পরিবর্তন করে। অতএব সকলেই যখন প্রীতির পুরুষ অনুসন্ধান করছে, তখন বোঝা যায় এ জগতে কেহই প্রীতির বিষয় হতে পারে না। প্রীতির বিষয় একমাত্র ভগবান।

১৩। ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থা লক্ষণ কি?

''অন্যাভিলাষিতাশূণ্যং জ্ঞানকর্ম্মাদিঅনাবৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'' ॥

আনুকুল্যময়ী শ্রবণাদি ক্রিয়া ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। আর অন্যাভিলাষিতা শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত হওয়া ভক্তির তটস্থা লক্ষণ।

১৪। ভগবদ্ প্রীতির স্বরূপ ও তটস্থা লক্ষণ কি?

স্বরূপ লক্ষণ—যার মধ্যে প্রীতির আবির্ভাব হয় তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের সুখ তাৎপর্য্য কার্য্যে আবেশিত হয়ে থাকেন। এটা তার স্বরূপ লক্ষণ। বদ্ধ জীবের পক্ষে এর প্রাপ্তি খুব দুল্লর্ভ কিন্তু যারা সাধক অনর্থ নিবৃত্তির ভূমিকায় বা রুচি বা আসক্তির ভূমিকায় রয়েছেন। সেইসব ভাগ্যবান

জীবের এই ভাবটা হয়।

তটস্থা লক্ষণ—চিত্তের দ্রবতা তটস্থা লক্ষণ। ভগবানে প্রীতিবান জীবের হৃদয় সর্বদা আর্দ্র হয়ে থাকে। আর্তি, দৈন্য, উৎকণ্ঠা ভরা থাকে। কখনই দম্ভ অহংকারাদির লেশ দেখা যায় না।

জড় প্রীতি এবং ভগবদ্ প্রীতির লক্ষণ বাহ্যত একই কিন্তু তফাৎ একটাই। জড় প্রীতি মায়া শক্তির হ্লুদিনীবৃত্তি এবং ভগবদ্ প্রীতি স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনী বৃত্তি। ''আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম'' ॥

১৫। স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ বলতে কি বোঝায়?

ভগবান স্বরূপানন্দী হয়েও স্বরূপশক্ত্যানন্দী। ভগবানের স্বরূপে একটা আনন্দ হয়েছে। আত্মারাম মুনিগণ জ্ঞান বা যোগ সাধনার দ্বারা ভগবানের স্বরূপের একটা আনন্দ অনুভব করেন। ভগবান সদ্, চিৎ এবং আনন্দঘন তত্ত্ব, তাঁর স্বরূপটা আনন্দ দিয়ে গড়া, সেইটা স্বরূপের আনন্দ।

ভগবানের স্বরূপ শক্তির তিনটি বৃত্তি-সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী। সেই তিনটি বৃত্তি যখন ভক্তের মধ্যে দিয়ে, ধামের মধ্যে দিয়ে ও লীলার মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছায় তখন স্বরূপের আনন্দ হেয় হয়ে যায় এবং স্বরূপ শক্তিমদ্ দ্রব্য গুলো থেকে প্রাপ্ত আনন্দ তাঁকে অধিক সুখ দান করে। সেইজন্য তিনি স্বরূপানন্দী হয়েও স্বরূপ শক্ত্যানন্দি।

যশোদা মা যখন কান ধরে লাঠি নিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন কৃষ্ণকে, এতে তিনি যে আনন্দ পাচ্ছেন তা স্বরূপের আনন্দ হতে কোটি গুণ বেশী। ভগবানের স্বরূপশক্ত্যানন্দিত্ব যদি না থাকত ভক্তকুল আনন্দ পেতো না কারণ ভগবান ভক্তের থেকে সেবা নিয়ে যদি আনন্দ পান তবে তো ভক্ত আনন্দ পাবেন। তাই শক্তির থেকে আনন্দ পাওয়া বেশী ঘন। ভগবানের একটা স্বরূপ একটা শক্তি। স্বরূপ হচ্ছেন বলদেব আর শক্তি হলেন রাধাঠাকুরানী। শক্তিতত্ত্বের থেকে আনন্দটা অধিক তাই ভগবান এভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভক্তি জগতকে।

১৬। ভগবদ্ প্রীতির ফল কি?

গ) মুখ্যফল—ভগবদ্ প্রীতির মুখ্যফল হলো ভগবদ্ সাক্ষাদ্কার ও তদীয় মাধুর্য্য অনুভব।

খ) গৌণফল—ভগবদ্ প্রীতির গৌণফল দেহাশক্তি নাশ।

রাধাকুণ্ড পঞ্চদিবস ব্যাপী ক্লাসের সার-মর্ম

বক্তা—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ। তারিখ: ২৪-১০-২০১৬ থেকে ২৮-১০-২০১৬

স্বসুখবাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জীব অনাদি কাল থেকে কৃষ্ণ বহির্মুখ। সর্বাগ্রে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটে তৎপশ্চাৎ ভগবৎ বিস্মৃতি এবং সর্বশেষে পরতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব। মায়াগ্রস্ত অবস্থাই হচ্ছে পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাব। অবিদ্যা বা অজ্ঞান জনিত ত্রিতাপ-ক্লেশ সমস্ত মায়াবদ্ধ জীবগুলিকে ভোগ করতে হয়। শোক, মোহ এবং ভয় দ্বারা আক্রান্ত জীব অশোক অভয় এবং অমৃতের সন্ধান খুঁজতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে যখন সাধু এবং শাস্ত্রের কৃপা লাভ করে তখন তাদের কৃপায় সে বুঝতে পারে যে একমাত্র হরি, গুরু এবং বৈষ্ণবের শরণাগত ব্যতীত এই ভয়ংকর ত্রিতাপ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবাব উপায় বা অন্য কোন পন্থা নেই। অর্থাৎ মায়া থেকে পরিত্রান লাভ করবার জন্যই শরণাগতির প্রয়োজন কিন্তু শরণাগতির জননী হচ্ছে ''শ্রদ্ধা''। শ্রদ্ধার সাধারণতঃ দুটি মার্গ রয়েছে। (১) বিচার প্রধান, (২) রুচি প্রধান।

বিচার প্রধান মার্গ বিধি মার্গের (বৈধী ভক্তি) অধিকার প্রদান করে এবং রুচি প্রধান মার্গ (রাগ ভক্তির) অধিকার প্রদান করে। বিচার প্রধান মার্গীয় শ্রদ্ধালু ভক্তের জন্যই শরণাগতির শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্র অনুসারে শ্রদ্ধার স্তর-ভেদ এই প্রকার আছে। (১) তামসিকী শ্রদ্ধা (২) রাজসিকী শ্রদ্ধা (৩) সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা (৪) নির্গুণী শ্রদ্ধা (৫) লৌকিকী শ্রদ্ধা অথবা কোমল শ্রদ্ধা (৬) শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অথবা দৃঢ় শ্রদ্ধা।

উপরোক্ত প্রথম চারটি শ্রদ্ধার স্তরভেদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১২/১৪-১৫) বলেছেন। শেষের দুটি শ্রদ্ধার কথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। যেহেতু শ্রদ্ধাই শরণাগতির মূল ভিত্তি, সেইজন্য শ্রদ্ধার বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন আছে।

(১) তামসিকী শ্রদ্ধাঃ—আলস্য, প্রমাদ, রাগ, দ্বেষ হিংসা আদি অধর্ম আচরণে প্রবৃত্ত করা।

(২) রাজসিকী শ্রদ্ধাঃ—রাজসিকী শ্রদ্ধা সাংসারিক ভোগ বিলাস প্রভৃতি আকৃষ্ট ভোগ মার্গ বা কর্ম মার্গে প্রবৃত্ত করে।

(৩) সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাঃ—দয়া আদি গুনে ভূষিত করে জীবকে পুণ্য কর্মের দিকে আকৃষ্ট করে।

(৪) নির্গুণা শ্রদ্ধাঃ—মায়ার তিনটি গুণের অতীত যে নির্গুণ ভূমিকা অর্থাৎ চিন্ময় বা অপ্রাকৃত ভুমিকা। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যর প্রতি সেবা বাসনা বা লোভ উৎপন্ন করে।

এই চারি প্রকার শ্রদ্ধা অতিক্রম করে জীব সাধন ভক্তির প্রথম সোপান অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধার ভুমিকায় উপনীত হয়। সাধন ভক্তিতে দুই প্রকার শ্রদ্ধা কাজ করে—(১) **লৌকিক শ্রদ্ধা**—লৌকিক শ্রদ্ধার অপর নাম কোমল শ্রদ্ধা, কোমল শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করে জীব সাধুসঙ্গ এবং গুরুপাদাশ্রয় পর্যন্ত লাভ করতে পারে কিন্তু সাধন মার্গে বিশেষ পরীক্ষা আসলে এই শ্রদ্ধা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধার ভুমিকা সাধকের জন্য বিপদ জনক। সাধুসঙ্গে নিরন্তর শাস্ত্র শ্রবণ এবং গুরুসেবার দ্বারা জীব শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করে। এই শ্রদ্ধা ভক্তি রাজ্যে সাধককে তাড়াতাড়ি অগ্রসর করায়। লৌকিক শ্রদ্ধার মূল কারণ এই জন্ম বা পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি।

শ্রদ্ধা এবং শরণাগতি এক তাৎপর্যময়ী কেননা শ্রদ্ধাই শরণাগতির মূল ভিত্তি বা জননী। তথাপি শ্রদ্ধা এবং শরণাগতির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। শ্রদ্ধা ''অনুভূতি- বিহিন''। সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভাবাত্মক, ভক্তি লতার বীজ স্বরূপ এবং সাধনাঙ্গের প্রথম সোপান। শরণাগতি অনুভূতিযুক্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস, ক্রিয়াত্মক, ভক্ত্যাঙ্গের প্রথম সোপান বা ভক্তি আরম্ভের প্রথম সূচনা, অনুচৈতন্য জীবের নিত্য ধর্ম, আত্মনিবেদনময় বা আত্মনিবেদন পর, শরণাগতি ভক্তির প্রাণস্বরূপ এবং সাধকের শোভা, শরণাগতি ছয়টি অঙ্গ বা লক্ষ্যযুক্ত।

ঈশ্বর বৃহৎচৈতন্য এবং জীব অনুচৈতন্য এই জন্য সব-অবস্থাতেই ঈশ্বরের দাসত্ব করা বা তার শরণাগত থাকা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। কৃষ্ণের চরণে অপরাধের ফলে জীবের মায়ার বন্ধন আবার কৃষ্ণের শরণাগত হলে মায়া থেকে মুক্তি লাভ হয়। অন্য কোন উপায় দ্বারা মায়া থেকে মুক্তি অসম্ভব।

শরণাগতি ভক্তিমার্গে কোন মনগড়া কথা বা কাল্পনিক

রাধাকুণ্ডে গোস্বামীপাদের সঙ্গে ভক্তবৃন্দ

বিচার নয়। শরণাগতি শাস্ত্র সম্মত এবং পূর্ব-পূর্ব আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত এবং আচরিত। শরণাগতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমান নিম্নলিখিত ভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১) বৈষ্ণবতন্ত্র বচনম্ আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনং।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥

''বৈষ্ণব তন্ত্র'' সম্বন্ধে সামান্য দিগদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

বেদের দুটি ভাগ (১) **আগম** অর্থাৎ তন্ত্র এবং মন্ত্র প্রধান শাস্ত্র। এইটি শিবের মুখ হতে আগত, পার্বতীর কর্ণাগত এবং বাসুদেব সম্মত। আগম শাস্ত্র তিন প্রকার-(ক) শৈব তন্ত্র (খ) শাক্ত তন্ত্র (গ) বৈষ্ণব তন্ত্র। শৈব তন্ত্রে শিবে-উপাসনার কথা, শাক্ত তন্ত্রে দেবী বা শক্তির উপাসনার কথা এবং বৈষ্ণব তন্ত্রে ভগবৎ ভক্তির উপদেশ রয়েছে। (২) **নিগম**—অর্থাৎ শুকদেবের মুখ নির্গত, পরীক্ষিতের কর্ণাগত এবং কৃষ্ণ সম্মত। এটি শ্রুতি প্রধান শাস্ত্র এবং বেদও তদনুগত।

(২) শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মান্যহধীতমুত্তমম্ ॥
(ভাঃ-৭/৫/২৩-২৪)

(৩) তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃতিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।

যদি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥
(ভাঃ ১১/১২/১৪-১৫)

(৪) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
(গী-১৮।৬৬)

(৫) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজি মাং নমস্কুরু।
(গী-১৮।৬৫)

৬) শরণাগতের অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য-২২।৯৯)

৭) শরণ লৈঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০২)

৮) ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥
(শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা, শ্লোক সংখ্যা-১৯)
[স্তোত্ররত্নম্—শ্রীশ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য বিরচিতম্]

যে শরণ্য! প্রভো আমি ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত নহি আত্মতত্ত্বজ্ঞও নহি ভবদীয় শ্রীচরণকমলে ভক্তিমানও নহি, পরন্তু সর্বস্বরহিত অন্যগতিহীন হইয়া আপনার পাদমূল আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।

যামুনাচার্য

৯) ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুত-দুহিতৃকলত্রত্রাণ-ভারার্দ্দিতানাম্।
বিষম বিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লাবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥
(মুকুন্দমালাস্তোত্রম্—শ্রীকুলশেখর আচার্য)

সংসারসমুদ্র পতিত সুখ-দুঃখাদি বিরুদ্ধাবস্থারূপ ঝটিকাপীড়িত পুত্রকন্যা ভার্য্যা দিরক্ষণ পোষণ ভাবে নিপীড়িত বা ক্লিষ্ট, দুস্তর বিষয়জলে নিমর্জ্জিত হইতেছে এমন তরণীহীন মানবগণের একমাত্র বিষ্ণুপাদরূপ নৌকা আশ্রয়স্বরূপ হউক।

১০)''তাং বিনা ত্বদীযত্ব অসিদ্ধি''—শ্রীল জীব গোস্বামী

১১)''তদৈবং যস্য সর্বাঙ্গ শরণাপত্তি ঝটিতি এবং সম্পূর্ণা ফল''

—শ্রীল জীব গোস্বামী

১২)অন্যেষাং তু যথা সম্পত্তি যথা ক্রমঞ্চেভি জ্ঞেয়ং
ভক্তি সন্দর্ভ-শ্রীলজীব গোস্বামী পাদ

১৩)শরণাগতির টিকিট ব্যতীত কেউ ভক্তির ট্রেনে উঠতে পারবে না।

—শ্রীল গুরুমহারাজ

১৪)শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এবং ভবচ্চিন্দ প্রভু শরণাগতির এবং গুরু সেবার নৌকাতে আরোহন করে মায়াকে ফাঁকি দিয়ে ভগবদ্ ধামে চলে গেলেন।

—শ্রীল গুরুমহারাজ

১৫)শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ওইটি শরণাগতির কীর্ত্তনের মাধ্যমে এবং শ্রীল প্রভুপাদ মঠ-মন্দিরটি নির্মাণ করে সাক্ষাৎ গুরুসেবার মাধ্যমে শরণাগতির শিক্ষা দিয়েছেন।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ বিচারিত হইল—যত্ন-আগ্রহ-চেষ্টা অর্থাৎ যে কোন ভক্ত্যাঙ্গ যাজন করার সময় খুব আদরপূর্বক এবং যত্নপূর্বক করা—এটি স্বরূপ লক্ষণ, বৈষম্যম্যভাব দূর অর্থাৎ নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য জনিত বৈষম্য ভাব রহিত হোক—এট শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার তটস্থ লক্ষণ।

শরণাগতির বাধক তত্ত্বঃ—

১) বিপরীত ভাবনা—অর্থাৎ শরণাগতির পথ বাদ দিয়ে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের পথের দিকে আকৃষ্ট হোক।

২) অসম্ভব ভাবনাঃ—অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গ এবং শরণাগতির মাধ্যমে কদাপি মোক্ষ লাভ হয় না। এটি অসম্ভব ব্যাপার। এটিকে নামার্থবাদ এবং নামকে কাল্পনিক জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

৩) কৌটিল্য—অর্থাৎ কপটতা অশ্রদ্ধাই হচ্ছে এই তিনটি বাধক তত্ত্বের জননী। এই জন্য সাধককে খুব যত্ন করে সাধুসঙ্গ এবং গুরুসেবার মাধ্যমে শ্রদ্ধাকে পুষ্ট করে চেষ্টা করিতে হয়। শ্রদ্ধা ব্যতীত শরণাগতি অসম্ভব। অশ্রদ্ধা সমস্ত প্রকার অপরাধের জননী।

প্রসঙ্গক্রমে প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ আলোচিত হয় যথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সর্বদা আনুকূল্যময়ী চেষ্টা—এটি প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ চিত্তর দ্রবতা—এটি প্রেমের তটস্থ লক্ষণ প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ আলোচিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে আলোচিত হয় যথা—

১) শাস্ত্রীয় অবধারণময়ী
২) ভগবৎ-লীলা মাধুর্য্য আস্বাদনময়ী
প্রসঙ্গক্রমে শরণাগত এবং অকিঞ্চনের পার্থক্য

আলোচিত হয়।

শরণাগত—শরণাগতের মধ্যে আত্মনিবেদন ভাব থাকার জন্য অকিঞ্চন থেকে শ্রেষ্ঠ।

—অকিঞ্চন—অকিঞ্চনের মধ্যে আত্মসমর্পনভাব সম্পূর্ণ থাকে না।

নিকিঞ্চন অকিঞ্চন—

অকিঞ্চন—ন অস্তি কিঞ্চিৎ অপি যস্য

—ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ অপি যেষাং

—অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত যার অন্য কোন সম্পত্তি নাই।

—যিনি অহং-মম-ভাব সম্পূর্ণ আমাকে দিয়েছেন।

—নিজ ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাশূন্য

নিকিঞ্চন—ভগবৎ প্রীত্যার্থ অশেষ পরিগ্রহ—যিনি ভগবানের প্রীতির জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন।

অর্থাৎ—অকিঞ্চন থেকে নিষ্কেঞ্চন শ্রেষ্ঠ।

শরণা-গতির ছয়টি—

১) আনুকূল্যস্য সংকল্প—অর্থাৎ ভক্তির অনুকূল গ্রহণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেকে যেটি দুই ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ক) আনুগত্য দ্বারা

২) হরি-গুরুবৈষ্ণবের-সুখ-বিধানমুলা চেষ্টা দ্বারা।

মহত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ঃ

তুয়া ভক্ত অনুকূল যাহা যাহা কবি।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি তাহা ধরি ॥

৩) রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বসো—কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন—এই ভাবে রক্ষাকর্ত্তারূপে তাকে হৃদয়ে বা আত্মা থেকে বরন করা হয়।

৪) গোপ্তৃত্বে বরণং—কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বরন করা। এটি ছয়টি অঙ্গের মধ্যে অঙ্গী। কেন এর মধ্যে সমস্ত অঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে অন্যস্যুত আছে।

৫) প্রাতিকুল্য বিবর্জনং—ভক্তি প্রতিকুল ভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করা। যথা—ভগবানের যাহা প্রতিকুল তাহা দৃঢ় ভাবে ত্যাগি করা।

৬) আত্মনিক্ষেপ—অহং-মর্ম-ভাবকে সম্পূর্ণ ত্যাগ।

৭) কার্পণ্য—নিজের ভোগের প্রতি ত্যাগ বা নিজেকে অত্যোধিক নিকৃষ্ঠ, অপরাধী, পাপী, দীনহীন জ্ঞান করা।

প্রেমের বাহ্য লক্ষণ

(১) আর্ত্তি (২) দৈন্য (৩) খেদ (৪) লৌল্য (৫) অতৃপ্তিবোধ।

শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্য ভক্তিতে অধিকার অসম্ভব।

শরণাগতি ব্যতীত অন্যান্য ভক্তি আরম্ভ হয় না ॥

সিদ্ধান্তিক জ্ঞানকে আচরনে আনার উপায় সিদ্ধান্ত-গুলিকে ভক্তসঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করলে নিজের জীবনে আচরণ করার স্পৃহা জাগে।

সর্বশেষে—শ্রদ্ধা, শরণাগতি এবং গুরুসেবা সিদ্ধি প্রাপ্তির মুখ্য সোপান।

''গুরুপ্রসাদৌ নানা দুস্ত্যজ্য অনর্থৌ হনৌ চ।''

হাওড়ায় গৌড়ীয় মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে হাওয়া জেলায় উলুবেড়িয়াস্থিত করাত বেড়িয়া রাজাপুর প্রতিবাদী সংঘে গত ০৬.১১.২০১৬ তারিখে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় আবাল বৃদ্ধবনিতা-সহ ৬৬ জন পুরুষ, ৪৮ জন মহিলা ও ১৯ জন শিশুসহ প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থ পীড়িত রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতার ই.এন.টি বিশেষজ্ঞ ডঃ পি.আর.রায় চৌধুরী রোগীদের চিকিৎসা করেন ও মিশন হতে বিনামূলে ঔষধ বিতরন করা হয়। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, কাশীনাথ রায় আদি সেবাকার্য্যে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া স্থানীয় পঞ্চায়েত মুকুন্দ মন্ডল এবং স্নেহশীল বুদক গৌরাঙ্গ বুদক সদস্যদের সহযোগীতাও প্রশংসনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সেবাসচিব মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়ায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/12/2016

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003. Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন হইতে নতুন প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড
সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম্
২০% ছাড়ে পাওয়া যাইতেছে।
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তি-পত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org